তারিখ 07 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

দৈনিক সংবাদ

টাকা পাওয়া গেলে শিক্ষকদের দাবী মানা হবে ঃ সংসদে শিক্ষামন্ত্রী

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার ধর্মঘটী বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী প্রসঙ্গে গতকাল বৃহস্পতিবার সংসদ অধিবেশনে বলেন, এই সব দাবী পূরণ করতে হলে ১২২ কোটি টাকা দরকার।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে ডিগ্রী পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে শিক্ষকদের অনেক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সাথে কথা হয়েছে। কামরুজ্জামান সাহেব কথা বলতে চাইলে তার সাথে কথা বলব। তবে এরশাদকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে বহিষ্কার না করা পর্যন্ত শহীদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে কথা হবে না।

তিনি বলেন, শিক্ষকদের দাবী এই মুহূর্তে মানতে হলে ১২২ কোটি টাকার নোট ছাপিয়ে যোগাড় করতে হবে। এটা করা হলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে। এটা আমরা করতে চাই না। তিনি আরো বলেন, কিভাবে দ্রুত শিক্ষকদের ধর্মঘটের অবসান ঘটানো যায় সেটা চেষ্টা করা হচ্ছে।

তিনি বিরোধীদলের উদ্দেশে বলেন, মাঝপথে আপনারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন না। ধর্মঘট করে ক্ষমতায় যাওয়া যাবে না।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের পর বিরোধীদলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, সবাইকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে শিক্ষকদের ধর্মঘটের অবসান ঘটিয়ে ১০ই ফেব্রুয়ারি ডিগ্রী পরীক্ষা হোক সেটাই আমরা চাই।

তিনি সরকারী দলের উদ্দেশে বলেন, ক্ষমতা এমনিতে পাননি। আজ রাজপথের কথা তুলছেন। রাজপথে কিছু হবে না একথা বললেও এরশাদকে বিদায় নিতে হয়েছে।

এরপর সংসদের উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, কোন ভাবাবেগ দিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে চলবে না। শিক্ষকদের দাবী মেটাতে যে ১২২ কোটি টাকার প্রয়োজন তা যোগাড় করতে হলে জনগণের ওপর নতুন করআরোপ করতে হবে। বর্তমান অবস্থায় এটা কি সম্ভব?

এর আগে আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক ধর্মঘট চলছে। এ ব্যাপারে সরকারীদলের বক্তব্য থাকা উচিত।

জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ

শিক্ষামন্ত্রী ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৩

শিক্ষামন্ত্রী ঃ টাকা পেলে দাবী মানা হবে

(১ম পাতার পর)

আহমদ বলেন, সরকার এ ব্যাপারে বিরোধীদলের সহযোগিতা চাইলে তা দিতে রাজী আছি। আমরা চাই নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা হোক।

গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, সারাদেশের অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। অবিলম্বে ধর্মঘটীদের সঙ্গে বৈঠক ডাকা হোক। সেখানে আমরাও থাকব। শিক্ষকদের জন্য ১২২ কোটি টাকা দেয়ার বিল আনা হলে সে বিল আমরা পাস করে দেব।

আওয়ামী লীগের আবদুর রাজ্জাক বলেন, জাতীয় সমস্যাটি সমাধানের জন্য বিরোধীদলের প্রস্তাব অনুযায়ী বৈঠক ডাকা হোক বিরোধীদলকে নিয়ে। বাজেটের কথা পরে হবে।

আওয়ামী লীগের রহমত আলী বলেন, শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানিয়েও দেখা পাননি।

সরকারী দলের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেন, সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন। শিক্ষক সমিতি অনেকগুলো এবং দ্বন্দ্বটা সেখানেই। সরকার আশা করছে, বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। অভিভাবকরা যেমন পরীক্ষার বিষয়ে উদ্বিগ্ন, শিক্ষকদেরও তাই হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, ধর্মঘট এদেশে হয়েই থাকে। এটা তাদের অধিকার। কিন্তু তাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলে সময় না দিয়ে একটা চরম পথ গ্রহণ করা হয়েছে পরীক্ষাকে সামনে রেখে। এবং এটা করা হয়েছে আলোচনার পথ পরিহার করে।

তিনি ধর্মঘটী শিক্ষকদের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, ছাত্রদের শিক্ষাজীবন যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য উদ্যোগী হয়ে বাস্তব পথ গ্রহণ করুন।